



বীর শহীদ

মো: মাহিন মিয়া

জন্ম তারিখ:

১ জানুয়ারি, ১৯৯৪

শাহাদাতের তারিখ:

১৮ জুলাই, ২০২৪

বিভাগ:

ময়মনসিংহ

জেলা:

ময়মনসিংহ

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা: ড্রাইভার,

শাহাদাতের স্থান : মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

শহীদ মো: মাহিন মিয়া ময়মনসিংহের ফুলপুরে ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা গাজী মামুদ (৫২) দারোগার চাকুরী করেন। মা জোসনা বেগম বাসা বাড়িতে কাজ করেন। শহীদ মাহিন মিয়া পিকআপ গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময়ে শহীদ মাহিন গুলিবিদ্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। শহীদ মাহিন মিয়ার দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী সন্তান সন্তবা এবং দ্বিতীয় স্ত্রী ৮ মাস বয়সী ছেলে সন্তানের মা। দুই যুগ ধরে ঢাকায় বসবাসকারী শহীদ মাহিন মিয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিল। ১৮ জুলাই হারিয়ে যায় শহীদ মাহিন মিয়া। বন্ধ হয়ে যায় তার মোবাইল ফোনও। স্বজনরা হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ান লাশের জন্য। অবশেষে দশ দিন পর ঢাকাস্থ আনজুমে মফিদুল ইসলামে গিয়ে ছবি দেখে ছেলের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হন। শহীদের পিতাকে জানানো হয় শহীদকে মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

শহীদের স্বজনদের স্মৃতিচারণ

শহীদের পিতা বলেন, "প্রায় ২৪ বছর ধরে স্বপরিবারে ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর এলাকায় বসবাস করছি আমরা। একমাত্র ছেলে মাহিন পিকআপ গাড়ির ড্রাইভার। গত ১৮ জুলাই মাহিনের স্ত্রী আমার বাসায় বেড়াতে আসে। সন্ধ্যা সাতটার দিকে ছেলের বাসার কাছে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও আওয়ামী লীগের লোকজনের হামলা শুরু হয়। মাহিন মোবাইল ফোনে বিষয়টি আমাকে জানিয়ে সতর্ক করে স্ত্রীকে বাসায় পাঠাতে বলেন। এ সময় আমিও ছেলেকে সতর্ক থাকতে বলেছিলাম। এরই মধ্যে মাহিনের কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার লাশ পায় এবং তাকে শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে বলে শুনেছি। "শহীদের মা জোসনা বেগম জানান, ছেলের বিয়ের ১১ বছর পর সন্তান না হওয়ায় দ্বিতীয় বিয়ে করানো হয়। ৮ মাস আগে দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে সন্তান হয়েছে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে প্রথম স্ত্রীও সন্তান সন্তবা। আমি ছেলে হারালাম তার ছেলে এতিম হয়ে গেল। এখনো তার মৃত্যুর কোন কাগজপত্র পাচ্ছি না। আমরা ছেলে হত্যার বিচার চাই।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদের পিতা গাজী মামুদ বাসায় দারোগার চাকরি করেন এবং তার মা জোসনা বেগম বাসা বাড়িতে কাজ করেন। শহীদের দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী সন্তানসন্তবা এবং দ্বিতীয় স্ত্রী এক ছেলের মা। তারা দীর্ঘ ২৭ বছর যাবত ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। শহীদ মাহিন মিয়াও মোহাম্মদপুর তিন রাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাদের গ্রামের বাড়িতেও তেমন সম্পদ নেই।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম : মো: মাহিন মিয়া

পিতা : গাজী মামুদ (৫২)

মাতা : জোসনা বেগম

জন্ম তারিখ : ১ জানুয়ারি, ১৯৯৪

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: দ্বারাকপুর, ইউনিয়ন: রামভদ্রপুর, থানা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ

বর্তমান ঠিকানা : সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

আহত হওয়ার স্থান : মোহাম্মদপুর, ঢাকা

আহত হওয়ার সময় কাল : ১৮ জুলাই, ২০২৪, সন্ধ্যা ৭টা

শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান : ১৮ জুলাই, ২০২৪, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

যাদের আঘাতে শহীদ : আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে

শহীদের কবরস্থান : শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পিতা- মাতা ও স্ত্রীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা
২. শহীদের সন্তানের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা

পবিত্র কুরআনের বাণী

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৬৯)

হাদীস শরীফ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদের জন্য জাহাডে ৭০ জন আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করার অধিকার থাকবে।” (সুনান আবু দাউদ ২৫২০)

দোয়া পাঠ: ০ জন

শহীদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি

